কিন্তু আচার্য বিশালাক্ষ অর্থাৎ মহেশ্বর এমত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে একা মন্ত্রণাকালে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধিলাভ ঘটে না। কারণ রাজকার্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ রাজকার্য সহায়সাধ্য। অতএব রাজা জ্ঞান বৃদ্ধদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন, তিনি কাউকে অবজ্ঞা করবেন না, এবং সকলের মত শ্রবণ করবেন। আচার্য পরাশরের শিষ্যগণ বিশালাক্ষের মতে সমালোচনা করে বলেন যে, বিশালাক্ষ যা বলেছেন তা কেবল মন্ত্রজ্ঞান কিন্তু মন্ত্ররক্ষণ নয়। সুতরাং তাদের মতে রাজার যে কার্য অভিপ্রেত সে কার্যের তুল্য অন্য কোন কার্যের কথা উত্থাপন করে তিনি মন্ত্রীদের কাছে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইবেন। এবং মন্ত্রীরা যা পরামর্শ দেবেন রাজা তাই গ্রহণ করবেন। এতে যেমন একদিকে মন্ত্রের জ্ঞান হবে, তেমনি অপরদিকে মন্ত্রের রক্ষিত হবে।

কিন্তু আচার্য পিশুন অর্থাৎ নারদের মতে এ মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কারণ, প্রকারান্তরে উপস্থাপিত কোন সংঘটিত বা অসংঘটিত বিষয় জিজ্ঞাসিত হলে মন্ত্রীরা নিজেদের রাজার অবিশ্বস্ত বিবেচনা করে, অনাদর সহকারে পরামর্শ দেবেন বা তা প্রকাশ করে দেবেন। সুতরাং আচার্য পিশুনের মতে, যে যে কার্যে নিপুণ বলে রাজার অভিমত তাদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করবেন। তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলে রাজার পক্ষে "**মন্ত্রবুদ্ধি**" ও "**মন্ত্রগুপ্তি**" উভয়ই সিদ্ধ হবে।

মহামতি কৌটিল্য উক্ত মত যুক্তিসহ মনে করেন না। কারণ, এরূপ মন্ত্রণা কার্যের ব্যবস্থা করা হলে "**অনবস্থা**" দোষ দেখা দেবে। অর্থাৎ মন্ত্রণার বিষয় সংখ্যায় অধিক হলে, বিশেষজ্ঞব্যক্তির সংখ্যাও বেড়ে যাবে এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মন্ত্রণার ব্যবস্থা কখনো সম্ভব হবে না। **সুতরাং কৌটিল্যের মতে রাজা তিন বা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন।** কারণ একজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলে রাজা অনেক কষ্টেও কার্যনিশ্চয় করতে পারবেন না, আবার দু'জন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলে তাঁরা উভয়ে একমত হয়ে রাজাকে নিজের বশে আনতে পারেন, বা তাঁরা পরস্পর বিরোধী হলে রাজার কার্যহানি ঘটতে পারে। কিন্তু তিন বা পর মন্ত্রী থাকলে সে রূপ কোন মহান ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। মহামতি কৌটিল্য আরো বলেন যে, দেশ, কাল ও কার্যের বশে রাজা একজন বা দুজন মন্ত্রীর সঙ্গেও মন্ত্রণা করতে পারেন অথবা নিজের সামর্থ্য অনুসারে **একাকীও মন্ত্রবিচার করতে পারেন।**

'ইতঃপূর্বে' কৌটিল্য সে সকল মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলেছেন তাঁরা হলেন রাজার ধীসচিব বা মতিসচিব। সম্প্রতি কর্মসচিব নিরূপণের কথা ও

Scanned with CamScanner

তাঁদের দ্বারা গঠিত "**মন্ত্রিপরিষৎ**" বা "**অমাত্যপরিষৎ**" এর কথা বলা হয়েছে। মনু শিষ্যদের মতে রাজা দ্বাদশজন অমাত্য নিয়ে 'মন্ত্রিপরিষৎ' গঠন করবেন, কিন্তু বৃহস্পতি শিষ্যদের মতে 'মন্ত্রিপরিষৎ'-এর সংখ্যা হবে ষোলজন, ঔশনস্ বা শুক্রাচার্যের শিষ্যদের মতে এর সংখ্যা হবে বিশজন, কিন্তু কৌটিল্যের মতে কার্যানুষ্ঠানকারী আযুক্ত পুরুষদের সামর্থ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যে সকল অমাত্যের রাজার সন্নিধানে আছেন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা কার্য দেখবেন, এবং যাঁরা নিকটে নেই **তাদের কাছে পত্র প্রেরণ করে রাজা মন্ত্রণা করবেন**।

কোন আত্যয়িক অর্থাৎ সমস্যাপূর্ণ শীঘ্র করণীয় কার্য উপস্থিত হলে রাজা মতি সচিবদের ও 'মন্ত্রিপরিষৎ'কে একত্র ডেকে সব বিষয় তাঁদের বলবেন এবং সে সভায় অধিক সংখ্যক সচিব যে মত প্রকাশ করবেন তাই গ্রহণ করা হবে। মহামতি কৌটিল্যের মতে রাজা প্রত্যেককে পৃথক্ ভাবে মত জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তাঁদের একত্র মিলিত করেও মত জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ লাভ করে তা কার্যে রূপ দিতে সময় অতিক্রান্ত হতে দেবেন না।

মন্ত্র পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রের অঙ্গ পাঁচটি যথা (১) কার্যের আরম্ভ করার উপায়, (২) পুরুষ বা কার্যকুশল লোকজন ও রত্নসুবর্ণাদি দ্রব্যসম্পত্তি, (৩) কার্যনিষ্পাদনের উপযোগী দেশ ও কালের বিভাগ বিচার, (৪) কার্যমধ্যে বিঘ্নাদি উপস্থিত হলে তা প্রতীকার বা প্রশমনের চিন্তা, এবং (৫) কার্যসিদ্ধিবিষয়ক বিবেচনা। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য আরো বলেন যে, রাজার গুহ্য মন্ত্রাদি বিষয় অন্য লোকেরা জানতে পারবে না, বরং তিনিই অন্যের বা শত্রুর ছিদ্র বা দোষ জানতে পারবেন। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গ গুলিকে সংকুচিত করে রাখে, রাজাও তাঁর গোপনীয় বিষয় আন্তরিকভাবে অন্যকে জানতে দেবেন না।

মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্রে ভগবান্ মনু ও রাজাকে সতর্ক করে দিতে অনুরূপ উক্তি করেছেন, "**নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাদ্ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।**
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ"।। (৭/১০৫)

অর্থাৎ শত্রু যেন রাজার ছিদ্র অর্থাৎ দুর্বলতা জানতে না পারে, কিন্তু তিনি যেন শত্রুর ছিদ্র জানতে পারেন। কূর্ম যে রূপ নিজের অঙ্গসমূহ সংকুচিত করে, রাজাও তেমনি রাজ্যাঙ্গভূত অমাত্যাদি প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করবেন, এবং কোন ছিদ্রের সৃষ্টি হলে তা রক্ষা করবেন।

Scanned with CamScanner